প্রশ্ন :- মেহেরগড় আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর:-)ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল মেহেরগড়। সিন্ধু অববাহিকার পশ্চিম তটভূমিতে বোলান নদীর পাড়ে বালুচিস্থানের অন্তর্গত মেহেরগড়ে বিকাশময় নব্যপ্রস্তর যুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শন অবিস্কৃত হয়েছে। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, মেহেরগড় সভ্যতা ভারতের ইতিহাস চর্চাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

নব্যপ্রস্তর যুগের কলাকৌশল যা খ্রিস্টপূর্ব ১০০০০-৯০০০ অব্দে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, তারই প্রাথমিক সূচনা দেখা যায় মেহেরগড়ে। অধ্যাপক হাবিবের মতে, বালুচিস্থানের বিখ্যাত বোলান গিরিপথের নিচে এবং ভৌগোলিক ভাবে সিন্ধু অবিবাহিকার অন্তর্গত কাচ্চি সমভূমিতে মেহেরগড়ে প্রায় ৫০০ একর জুড়ে অবস্থিত নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লবের প্রতিটি দশা প্রত্যক্ষ করা যায়।

ডঃ দিলীপ কুমার চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে, মেহেরগড়ে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির সবচেয়ে পুরানো বসতি পাওয়া গেছে। এর প্রথম পর্যায়ে রৌদ্রে শুকানো কাঁচা ইটের বাড়ি, কৃষিকাজ, পশুপালন, শিকার করা এবং মৃতদেহ কে সমাধি দেওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পর্বে তুলা চাষ ও জলসেচের প্রমান পাওয়া যায় ও তৃতীয় পর্বে আকরিক তামা গলিয়ে তাকে ব্যবহার যোগ্য ধাতুতে পরিণত করার কৌশল দেখা যায়। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বের বিশেষত্ব হল জ্যামেতিক নকশা যুক্ত সীলমোহর চিত্রিত মৃতপাত্রের ব্যবহার ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্বে বৈচিত্র্যপূর্ণ মৃতপাত্র ও সীলমোহরের সঙ্গে নগর স্থাপত্যের প্রমান পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক বি. এন. মুখার্জী মেহেরগড় সংস্কৃতিকে হরপ্পা সভ্যতার পূর্বসুরি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার **N. S. Rajaram , S. P. Gupta** প্রমুখরা মেহেরগড় সংস্কৃতি, হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতাকে ভারতের নিজের এক অবিচ্ছিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন পর্ব বলে চিহ্নিত করে তাদের একত্রে "সিন্ধু সরস্বতী সভ্যতা" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

যদিও ঐতিহাসিক শিরিন রত্নাগর তাঁর "**Understanding Harappa**" গ্রন্থে উপরিউক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। তবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার উৎপত্তি বিশ্লেষনে মেহেরগড়ের আবিষ্কার একটি অন্য মাত্রা যোগ করেছে।